ঝিনাইদহের রাবেয়া ক্লিনিকের মালিককে এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড

ঝিনাইদহের রাবেয়া ক্লিনিকে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম করায় ক্লিনিক মালিককে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড করেছে র্যাব-৬ এর ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল শনিবার ২টার সময়ে র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, ঝিনাইদহ জেলার সদর থানাধীন আরাপপুর মোড়স্থ এলাকার রাবেয়া ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারে দীর্ঘদিন যাবত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে চিকিৎসা সেবা পদান করে আসছে। তারা মেয়াদউত্তীর্ণ রক্ত, গজ, ব্যান্ডেজ এবং বিভিন্ন চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও বিক্রয় করে আসছে। ফলে জনসাধারনের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পরছে।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল, কোম্পানী কমান্ডার, স্কোয়াড্রন লীডার, মোঃ ইশতিয়াক হোসাইন ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (এসিল্যান্ড), এস এম নুরুন্নবী এর সহযোগীতায় ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার আরাপপুর মোড়স্থ এলাকায় রাবেয়া ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনোষ্টিক সেন্টারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, মো: মেহেদী হাসান (২৫) কে নগদ এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। জরিমানার অর্থ সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফ্রেন্ড ড্রিংকিং ওয়াটার এর মালিককে ১০ হাজার

টাকা অর্থদন্ড

পণ্যের লেবেলে সঠিক তথ্য না দেওয়ার অভিযোগে মেহেরপুর শহরের মেসার্স ফ্রেন্ড ড্রিংকিং ওয়াটার এর মালিককে ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আজ মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রনী খাতুন এই অভিযান পরিচালনা করেন।

মোবাইল কোর্টের প্রসিকিউটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের ফিল্ড অফিসার (সিএম) মো: রেজানুর রহমান সরকার।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা করেন মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম ।

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রনী খাতুন বলেন, মেসার্স ফ্রেন্ড ড্রিংকিং ওয়াটার পানি উৎপাদন করলেও পানির বোতলের (পণ্যের) লেবেলে সঠিক তথ্য না দেওয়ার অপরাধে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিংইনস্টিটিউশন আইনের ৩০ ধারার বিধান মোতাবেক ফ্রেন্ডস ড্রিংকিং ওয়াটার মালিক আব্দুল্লাহিল বাকীকে ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে।

গাংনীতে ৮ জুয়াড়িকে অর্থদন্ড করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার ১৭৫২ টাকা, জুয়া খেলায় ব্যবহৃত তাসসহ ৮ জুয়াড়িকে আটক করেছেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম।

সোমবার (২৯ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে তেরাইল বাজারের একটি দোকানের মধ্যে জুয়া খেলা অবস্থায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

আটকরা হলেন, এ উপজেলার তেরাইল গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে সুমন হোসেন (৩৫), জাকিরুল ইসলাম (২৭), মৃতু নুরনবীর ছেলে আরিফুল ইসলাম(২০), কাবরান আলীর ছেলে রাজিব হোসেন (২০), মৃতু নবিছদ্দীনের ছেলে মিন্টু হোসেন (৩৫), আব্দুল হামিদের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩২), মিনারুল ইসলামের ছেলে বিপ্লব হোসেন (২৫) ও আনারুল ইসলামের ছেলে মহিবুল ইসলাম (২২)।

আজ মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) দুপুরের আটকদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে নিলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম তাদের বঙ্গিয় জুয়া আইন ১৮৬৭ এর ৪ ধারায় ৬০০ টাকা অর্তদন্ড করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জুয়া খেলা অবস্থায় এসব জুয়াড়িদের নগদ টাকা ও তাসসহ আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নিলে তাদের অর্থদন্ড করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভবিষ্যাতে আর কখনো এ খেলা খেলবেনা বলেও মুচলেকা দেন তারা।

হাসপাতালের রোগীদের প্রলোভন দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা মানুষকে হয়রানী করার দোষ স্বীকার করায় ভ্রাময়মান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জরিমানা করেন।

মেহেরপুরে জাপান টোব্যাকো

কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিকে অর্থদন্ড

জাপান টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেটের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সামগ্রীসহ বিক্রয় প্রতিনিধি শাফায়াতের হোসেনকে আটক করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নুর।

শাফায়াত হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী গ্রামের আলামিন হোসেনের ছেলে। আজ মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) দুপুরের দিকে সদর উপজেলার নুরপুর মোড়ে বিজ্ঞাপন ও প্রচার পত্র বিলি করার সময় হাতে নাতে ধরে এ আদালত বসানো হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম সদর উপজেলার নুরপুর মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাফায়েত হোসেন কে আটক করেন। তার নিকট থেকে সিগারেটের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রুব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫(১৩সালে সংশোধিত) এর ৫ ধারায় ৫শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়া উদ্ধারকৃত সিগারেটের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সামগ্রী আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ থাকায় মুজিবনগরে দুই ওষধ ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড

মুজিবনগরে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধে দুই ওষধ ব্যবসায়ীকে ৬ হাজার টাকা অর্থদন্ড করেছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার (২১জুন)দুপুরের দিকে মুজিবনগর উপজেলার হাসপাতাল গেটের সিএম মেডিকেল হল ও হামীম ফার্মেসি এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

ওই ফার্মেসী দুটিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধে হামীম ফার্মসীর মালিক হাফিজুর রহমানকে ৩ হাজার টাকা ও সিএম মেডিকেল হলের মালিক একেএম কামরুজ্জামানকে ৩ হাজার টাকা করে দুই ব্যবসায়ীকে ৬ হাজার টাকা অর্থদন্ড করেন। একই সাথে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন ওষধ জব্দ করে বিনষ্ট করেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, ভোক্তাঅধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা মতে ওই দুই ব্যবসায়ীকে ৬০০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর স্যানেটারী পরিদর্শক তারিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল সাথে ছিলেন।